ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৪৮০
আগরতলা, ০৬ মার্চ, ২০১৯

স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে আগরতলাকে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগে নিজের মন ও হৃদয়কে স্বচ্ছ করতে হবে। তাহলেই ধীরে ধীরে রাজ্য তথা দেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। স্বচ্ছতাই জীবন। এর বিকল্প নেই। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ আগরতলার ডিমসাগর পাড়ে স্বচ্ছভারত মিশন (আর্বাণ)-এর অন্তর্গত ওয়াল পেইন্টিং ও মহিলা স্ব-সহায়ক দলের দ্বারা বাড়ি বাড়ি বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহের কাজের সূচনা করে উদ্বোধকের ভাষণে এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গান্ধীজীর জন্মদিনে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচির সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী যেসব স্কীম হাতে নিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোকপ্রিয় হল স্বচ্ছভারত মিশন কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ভ্রষ্টাচারমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত ভারত গড়ার প্রয়াস নিয়েছেন। তবে আমাদের মন ও হৃদয়কেও নির্মল রাখতে হবে। কেননা নিজের মন ও হৃদয় স্বচ্ছ না হলে, সবসময় অন্যের দোষ দেখলে কোন জাতি ও ব্যক্তি উপরে উঠতে পারেন না। এজন্য চাই দ্বেষমুক্ত মন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে আগরতলা শহরকে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মূলত: আগরতলা শহরকে সাজিয়ে তোলার সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হল আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে এই মিশন চালু করেন। প্রথম দিকে 'আগরতলা' এই মিশনের সুযোগ পায়নি। পরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় নগরউন্নয়ন মন্ত্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু আগরতলা শহরকে এই মিশনের অন্তর্ভূক্ত করেন। বর্তমানে আগরতলা শহরকে সাজিয়ে তুলতে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে আবর্জনা সাফাই, দেওয়াল চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি। আগরতলা পুর নিগমের অধীনে রয়েছে ৪৯টি ওয়ার্ড। এর মধ্যে ১৯টি ওয়ার্ডে আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ চলছে। আজ পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে একাজে ১৩, ১৪, ১৬, ৩৩, ৩৪ এবং ৩৫ এই ছয়টি ওয়ার্ডকে যুক্ত করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে স্ব-সহায়ক দল। এই স্ব-সহায়ক দলের প্রত্যেক মহিলা প্রতিদিন ১২০ থেকে ১৫০টি বাড়ির পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা সংগ্রহ করবেন। এজন্য প্রতিবাড়ি থেকে মাসিক ৪০টাকা আদায় করা হবে। প্রতিমাসে যে টাকা হবে তা স্ব-সহায়ক দলের অ্যাকাউন্টে জমা হবে। পরে তারা তা ভাগ করে নেবে। তাছাড়া আগরতলা পুর নিগম থেকে প্রত্যেক মহিলাকে মাসিক ৩০০০টাকা করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা চারু ও কারু কলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা রয়েছে। তবে তাকে আরো বিকশিত করতে হবে। তাদের চিত্রাঙ্কণ দেখার মতো।

*****২য় পাতায়

তারা ওয়াল পেইন্টিং-এ আগরতলা শহরকে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। গত দু'দিন ধরে ৩৫ জন চিত্রশিল্পী ডিমসাগরের চার দেয়ালে রাজ্যের নানা শিল্প-সংস্কৃতি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য শিল্প, বন, পাথর, নদী, মন্দির, পর্যটন কেন্দ্র অঙ্কন করেছেন। ধীরে ধীরে তারা রাজধানীর অন্যান্য দেয়ালেও অঙ্কন করবেন। এজন্য আগরতলা পুর নিগম থেকে তাদেরকে কিছু সহায়তা করা হবে। আশাকরা যায় আগামী ২ বছরের মধ্যে আগরতলা শহরকে সাজিয়ে তোলা সম্ভব হবে। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজধানীবাসীর সহযোগিতা চেয়েছেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে স্বচ্ছতার দিকে নিয়ে যাবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আগরতলা পুর নিগম উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও সেন্ট্রাল জোনে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের প্রয়াস নিয়েছে। সম্মানিত অতিথির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা আগরতলা শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে শহরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের পারিষদগণ, বিশিষ্ট নাগরিকগণ ছাড়াও নগর উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গীত্যে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীসহ অতিথিগণ ৬টি ওয়ার্ডের মহিলা সাফাইকর্মীদের হাতে সাফাই কাজের জন্য শাড়ি, জ্যাকেট, হ্যান্ডগ্লাভস, সাইকেল-রিক্সা প্রভৃতি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে হারাধন সংঘের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

*****